দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষার্থী লাঞ্ছনার শেষ কোথায়

নাফিস অলি

একটা দেশের শিক্ষার্থীদের সে দেশের সম্পদ বিবেচনা করা হয়। আজকের শিক্ষার্থীরাই একদিন দেশের নেতৃত্ব দিবে, পথ দেখাবে জাতিকে। আগামীর দেশটা কেমন হবে তা নির্ভর করে নতুন প্রজন্মের এই স্বপ্নবাজদের উপর। মেধাবীরা দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ; এ সত্য কেবল আমাদের দেশে নয়, সমগ্র বিশ্বে। তাই বিশ্বজুড়ে শিক্ষার্থীদের রয়েছে আলাদা কদর, তারা সুযোগ পায় যত্নে বেড়ে ওঠার। কিন্তু আমাদের দেশে ইদানীং শিক্ষার্থীদের লাঞ্ছিত হবার ঘটনায় আঁতকে উঠতে হয়। আঁতকে উঠি এজন্য যে ধীরে ধীরে এটি যেন আমাদের সমাজে অতি সাধারণ কোনো বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরাই সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী। যাদের নেই কোনো দলীয় পরিচয়, নেই প্রতিবাদ করারও শক্তি। আর প্রতিবাদ করতে গেলেই ঘটে মারধরের মতো ঘটনা। তাই নীরবেই এসব সয়ে যায় শিক্ষার্থীরা। ফলে বেশিরভাগ ঘটনাই আড়ালে থেকে যায়। এতে করে নিপীড়নকারীদের সাহস আরো বেড়ে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা লাঞ্ছিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ কর্মচারীদের হাতে। রাজনৈতিক নেতা, স্থানীয় প্রভাবশালী, পরিবহন শ্রমিক, এমনকি নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্তৃক। ন্যায্য দাবি আদায় কিংবা অন্যায়ের প্রতিবাদে নেমে যখন প্রশাসনের খেপিয়ে দেওয়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে শিক্ষার্থীরা মারধরের শিকার হয় তখন কর্মচারী শ্রেণিরা বুঝে যায়, শিক্ষার্থীদের কাজই হলো মার খাওয়া। পরে তারাও এ সুযোগটি কাজে লাগায়। এই পরিস্থিতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনই সবচেয়ে বেশি দায়ী। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র সংসদ অচল করে দেওয়ার পর শিক্ষার্থীদের পক্ষে কথা বলার কেউ নাই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কখনো শিক্ষার্থীদের পক্ষে কথা বলেনি, বরং যুগে যুগে শিক্ষার্থীদের কঠোরহস্তে শায়েস্তা করেছে।

অনেকে আবার বলে থাকেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বেপরোয়া। গুটিকতক ছাত্র নেতা বেপরোয়া হলেও অধিকাংশ সাধারণ শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এটি চরম অসত্য কথা। আর বেপরোয়ারা ছাত্র হিসেবে এমন হয়নি, রাজনৈতিক পরিচয়ই তাদের বেপরোয়া করেছে। এই অসত্য ধারণা থেকেই সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর চড়াও হয় অনেকে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি দুই একটি ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতেন তবে পরিস্থিতি কিছুটা অন্তত পাল্টাত। কিন্তু শিক্ষার্থীদের পক্ষে

কথা বলার কেউ নাই! ভাবখানা এমন যেন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনই আমার শত্রু। নইলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? প্রশাসন নিজ সন্তানদের পুলিশ দিয়ে দমন করল, ধরপাকড় চালাল। আমাদের তবে যাওয়ার জায়গা কোথায়?

প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা-কর্মচারী থেকে হল কর্মচারীদের চরম অসহযোগিতার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষার্থীদের কল্যাণে তাদের নিয়োগ দেওয়া, অথচ তাদের ব্যবহার বলে তারা আমাদের উপর দয়া করছে। এই অভিজ্ঞতা দেশের প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর। তবু এসব সহ্য করে শিক্ষার্থীরা। কেননা মুখ খুলতে গেলেই তাদের ভাব এমন হয়, 'কী করবে আমার?' আসলেই তো কিছু করার নেই! স্থানীয় প্রভাবশালীদের ছায়ায় বেড়ে ওঠাদের দূর গ্রাম থেকে আসা একজন শিক্ষার্থীর কিছু বলার থাকে কি? তাই এসব নীরবেই সহ্য করে শিক্ষার্থীরা। দেশের শীর্ষ মেধাবীদের লাঞ্ছনার ঘটনায় প্রশাসন নির্লিপ্ত থাকে, কিন্তু মারধরের মতো ঘটনা যখন ঘটে তখনো কি প্রশাসনের লজ্জা হয় না!

শুনেছি, ষাটের দশকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ইউনিফর্ম পরে বাজারে গেলে লোকজন তাদের রাস্তা ছেড়ে দিত, দোকানিরা ফলমূল এগিয়ে দিত। উদ্দেশ্য একটাই; এরা দেশের সম্পদ। এরাই একদিন দেশের নেতৃত্ব দিবে। আর আজকে? আজকের দেশের নেতৃত্ব কি কোনো এক কালের শিক্ষার্থীরা দিচ্ছে না? আজকের শিক্ষার্থীরা আগামীর বাংলাদেশের হাল ধরবে না? তবে আজকের শিক্ষার্থীরা কেন পথে-ঘাটে লাঞ্ছিত? সামান্য বাসের সিট পছন্দ করাকে কেন্দ্র করে অকথ্য গালিগালাজ শুনতে হয়। ওদের কথা এমন হয়, পুরো বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে এলেও আমার কিছু করতে পারবি না। আসলেই শিক্ষার্থীরা অসহায়, কিছু করা তো নয়ই কিছু বলতেও পারবে না। আর কোথাও সামান্য প্রতিবাদ হলেই একশ্রেণি তৎপর হয় শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অপব্যাখ্যা তৈরিতে। আগে ঘর ঠিক না হলে বাইরে সংশোধন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীরা নিজ প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা চায়। চায় সহযোগিতা। আর প্রশাসনের শিক্ষার্থীদের সন্তান ভাবা উচিত। বহিরাগত শক্তি দ্বারা দমন নয়, শিক্ষার্থীদের রক্ষা করুন। শিক্ষার্থীরা আপনাদের কাছে আশ্রয় চায়।

● লেখক: শিক্ষার্থী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়